লাল সবুজের সোনার দেশ

মখদুম আজম মাশরাফী

আমাদের জাতীয় পতাকাটির এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামী জন্ম ইতিহাস আছে ।পৃথিবীর অল্প কটি জাতির মাত্র সে মহান গৌরব আছে। যে কোন দেশের পতাকার রঙ ও ডিজাইনে নিহিত থাকে সে দেশের জাতীয় চেতনা আর দেশ প্রেমের ব্যখ্যা। ।আমরা যে ভূখন্ডের অধিবাসী সেটি নিকট অতীতের বিভক্ত বঙ্গের পূর্ব ভাগ। পূর্ব বঙ্গ। মাত্র ১৯৪৭ সালের আগে পর্য্যন্ত আমাদের মাটিতে উড়তো বৃটিশ ইউনিয়ন জ্যাক ফ্লাগ। তার মানে আমাদের পিতামহ আর তাঁদের পিতা-পিতামহরাও তাঁদের জীবনে বৃটিশ পতাকা ছাড়া অন্য কোন পতাকা ব্যবহার করেন নি ।সংগ্রাম, রক্তপাত, হানাহানি, প্রানপাত, জন্মভুমি থেকে উৎপাটনের দুঃখজনক চড়াই উতরাই শেষে ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭ সালে তা নামিয়ে প্রথম ওড়ানো হয় ”চাদ তারা, শাদা আর সবুজ নিশান” পাকিস্তানের পতাকা। তারপরের ২৫ বছরের মাথায় স্বপ্নভঙ্গ আর হতাশার পর আরেক দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম, গণহত্যা ও রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে সে নিশান নামিয়ে স্বাধীন পূর্ব বাংলায় ওড়ানো হয় সোনালী মানচিত্র খচিত স্বাধীন বাংলার পতাকা। আর পুর্ব বাংলার রাজনৈতিক নাম রাখা হয় বাংলাদেশ। সম্ভবতঃ প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমেদ যুদ্ধাবস্থায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের সাথে এই নামকরনের সিদ্ধান্তটি নেন।

প্রাচীন ইউনিয়ন জ্যাকে আছে খৃষ্টান থিম। যে কালে ১৬০৩ সালে সেটি ডিজাইন করা হয়েছিল সে কালে চার্চের প্রচন্ড প্রভাব ছিল বৃটিশ রাজতন্ত্রেন ওপর। পরম্পরা অনুযায়ী সে পতাকাটি এখন সে জাতির ঐতিহ্য ও জাতীয়তার সম্পূরক। পতাকার ব্যখ্যা আর আদর্শ অনুযায়ী সে দেশটির শাসন ও আচরন যে সব কালে যথাযোগ্য ছিল তা বলা যাবে না। সে কালে বৃটিশ সম্রাজ্য এতখানি বিস্তৃত ছিল যে সে সম্রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যেতো না। উপনিবেশিক শাসন সম্প্রসারিত ছিল অর্ধ পৃথিবী ব্যপি। এই বিশাল সম্রাজ্যে সবাই খৃষ্টান ধর্ম বিশ্বাসী ছিলেন না। তবুও তাদের জীবনের সঙ্গে দীর্ঘকাল যুক্ত ছিল ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা। আজও অনেক স্বশাসিত রাষ্ট্র ইউনিয়ন জ্যাক পুরোপুরি পরিত্যাগ করে নি। সে সব দেশগুলির বর্তমান জাতীয় পতাকার বামের ওপরের অংশে ছোট আকারে স্থায়ী হয়ে আছে ইউনিয়ন জ্যাক। যেমন নিউজিল্যান্ড, অষ্ট্রেলিয়াসহ বেশ কয়েকটি রাষ্ট্র।

ওদিকে বিলুপ্ত অটোমান সম্রাজ্যের চাঁদ তারা খচিত লাল পতাকা যেটি ডিজাইন করা হয়েছিল ১৮৪৪ সালে তা এখন তুরস্কের জাতীয় পতাকা। ইউনিয়ন জ্যাকের মত সংকুচিত হতে হতে এখন এই অবস্থায় পৌঁচেছে। মুক্তিযুদ্ধ চলা কালে, মুজিব নগরে প্রথম বালাদেশ সরকার গঠনের সময়, বাংলাদেশ কে ভারত স্বীকৃতি দেবার সময় আর ১৬ ডিসেম্বরে পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পনের পরের বেশ কিছুদিন পর্য্যন্ত বাংলাদেশের সরকারী ভাবে স্বীকৃত জাতীয় পতাকায় লাল বলয়ের মাঝখানে খচিত ছিল পূর্ব বাংলার মানচিত্র ।১৯৭২সালের ১০ই জানুয়ারী বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফেরার পরের কিছুদিনের মধ্যে ঘটে প্রথম জাতীয় পতাকার বদল। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের বর্তমান জাতীয় পতাকা আর যে পতাকা নিয়ে আমরা স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরিশেষে মুক্তিযুদ্ধ করেছি সে পতাকা এক নয়। যুদ্ধকালীন যে পতাকা ছিল আমাদের মৃত্যুঞ্জয়ী ভালবাসা আর আপ্লুত আবেগের উৎস সে পতাকা এ পতাকা নয়। যুদ্ধকালিন সময়ের নয় মাসে শহীদদের আমরা যে পতাকায় আবৃত করে রনাঙ্গনে দাফন করেছি এ পতাকা সে পতাকা নয়। তবে এ পতাকা বঙ্গবন্ধুর রক্তে রঞ্জিত পতাকা। আর কলংকজনক বিষয় হল, এ পতাকা ঘৃন্য মুক্তিযুদ্ধ প্রতিরোধকারী, গনহত্যাকারী রাজাকার-আলবদরদের গাড়ীতে ওড়ানো অপবিত্র পতাকা। আল্লাহর শুকুর, মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত পবিত্র পতাকা গণধিকৃত সব বেঈমানদের স্পর্শে অপবিত্র হতে পারেনি, অপমানিত হতে পারেনি ।প্রান ভরে প্রার্থনা করি আর ভরসা করি যেন সে সুযোগ আমাদের জাগ্রত সন্তানেরা তাদের কোন দিন যেন না দেয়।

যা হোক, ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে মুক্ত বাংলাদেশে পূর্ব বাংলার মানচিত্র বর্জিত সবুজ পটভূমিতে লাল বলয় সম্বলিত পতাকা জাতীয় পতাকা হিসেবে গ্রহন করা হয় । এ বিষয়ে সে সময় কোন জনমত যাচাই কিংবা রেফারেন্ডম অনুষ্ঠান করা হয় নি । হলে হয়তো পতাকার ইতিহাস ভিন্ন হত । তাছাড়া জনসমক্ষে কোন ব্যখ্যাও দেয়া হয়নি । একজন স্বাধীনতা আন্দোলনকারী ও মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এ বিষয়টি সবসময়ই আমাকে পীড়া দিয়ে থাকে । যুদ্ধকালীন সময়ে পতাকায় পূর্ববাংলার মানচিত্রের যে প্রয়োজন ছিল তা এখনও আছে বৈকি । কেন তা একটু তলিয়ে দেখা দরকার । ”বাংলাদেশ” নামটির ভৌগলিক সীমা কিন্তু পূর্ব বাংলার সীমানায় সীমিত নয় । বহু শতাব্দী ধরে রাজস্য ও সাহিত্য নথিপত্রে ”বাংলাদেশ” মানে পূর্নবঙ্গ, খন্ডিত বঙ্গ নয় । সে বিষয়টি সে সময়ে পুরোপুরি যুক্তিযুক্তভাবে সুরাহা হয়নি । পতাকায় পূর্ব বাংলার মানচিত্রটি সে ব্যপারটির সমাধান করতো । আবার তা থাকলে কিছুটা সমস্যাও হতো , এভাবে যে, ধরুন বঙ্গোপসাগরে প্রায় আরেকটি পূর্ব বাংলার সমান (সাগরীয় দক্ষিন বাংলা) আয়তনের যে ভূখন্ডটি জেগে উঠছে ক্রমশঃ তা আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক পূর্ব বাংলার অংশ হবে । সে ক্ষেত্রে তখন পতাকা সংশোধনের প্রশ্ন দাঁড়াতে পারে । তখন সংশোধন করা হলে তা যুক্তিযুক্ত হবে বৈকি । যেমন হয়েছিল সোভিয়েত বিপর্যয়ের পর রাশিয়ায় এবং সমাজতান্ত্রিক বলয়ের প্রায় সব ক’টি দেশে আর হয়েছিল জার্মানী সংযুক্তিকরনের পর ।

প্রতিটি পতাকার সাথে অনেক আবেগ, ভালবাসা ও ত্যাগের সম্পর্ক আছে । বিশেষ করে প্রচুর প্রান আর অগাধ রক্তের বিনিময়ে অর্জিত দেশের পতাকা গুলির সাথে । একটি উদাহরন দেই । আমাদের মুক্তিযুদ্ধকালের শেষ দিকে পাকিস্তানীরা মার খেয়ে যখন পিছু হটছিল আমরা তখন যুদ্ধ করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিলাম । এলাকার পর এলাকা শত্রু মুক্ত হচ্ছিল । এক পর্য্যায়ে গোলাগুলির মধ্যে আমাদের একজন মুক্তিযোদ্ধা ”হারুন ভাই” ক্রলিং করে খুটিতে উড্ডয়মান একটি পাকিস্তানী পতাকা নামিয়ে সোনালী মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের পতাকা তুলবার সময় মাথায় এক ঝাক গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন । ভালবাসা আর বীরত্বের এ ধরনের স্মৃতি পৃথিবীতে বিরল নয় । পরে বিশ্বভ্রমনে গিয়ে অনেক দেশে ইতিহাসের এই পতাকা উত্তোরনরত দেশপ্রেমের বেশ কিছু ভার্স্কর্য্য দেখেছি ।

বাংলাদেশের বর্তমান পতাকায় সবুজ দেশের প্রাকৃতিক ল্যান্ডস্কেপের পটভূমে উদিত সূর্য্যের থিম আছে । উদিত কিংবা অস্তগামী সূর্য্যের সে রং যদিও রক্তলাল নয় তবুও তা রক্তাক্ত যুদ্ধের কারনে গ্রহনীয় বলা যেতে পারে । আবার বিদ্রোহ বিপ্লব আর উৎসবের রঙও কিন্তু লাল । কমিউনিষ্টদের সিগনেচার রঙও লাল । চীন, ভিয়েৎনাম ও সাবেক সোভিয়েৎ ইউনিয়নের পতাকায় তা বিধৃত । শ্যামল বাংলাদেশ ছাড়াও সবুজ থিম ইসলামী বিশ্বেরও প্রতীকি রং । কারন পবিত্র কোরানে উল্লেখ আছে বেহেস্তে থাকবে সবুজ মখমলের সুদৃশ্য আসন । এ ছাড়াও দেশের সবচেয়ে পুরোনো রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের দলীয় পতাকায় লাল ও সবুজের যে থিম আছে, যে চারটি তারকা মূল নীতির প্রতীক হিসেবে আছে সে গুলিও জাতীয় পতাকার রং ও থিম এ সঞ্চারিত হয়ে থাকতে পারে । পরে বাজাদও তাদের দলীয় পতাকায় সে রং দুটিই অনুসরন করে ।

বলা বাহুল্য, নানান রঙের ব্যবহার আমাদের জীবনে নিত্যনৈমত্তিক । রঙের ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রে আইন সিদ্ধ । যেমন ধরুন ট্রাফিক আইন । লাল আলোর নির্দেশ , না চলার , না যাবার । আবার হলুদ প্রস্তুতির নির্দেশ আর সবুজ হল চলার নির্দেশ । এটা বিশ্বজনীন আইন । সারা পৃথিবীর সড়ক আইনে সিদ্ধ । রেলেও সেই একই রং-আইন । বিমানেও তাই । মজার ব্যপার হল লাল ও সবুজ দুটি পুরোপুরি দুইমেরুর রং । একটি অপরটির সম্পূর্ন বিপরিত ।

গত চল্লিশ বছর ধরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ,সামাজিক , আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষনীয় বিষয় যে জাতি হিসেবে আমরা বিভক্ত হয়ে ভাগাভাগি হয়ে উত্তর অথবা দক্ষিন মেরুতে সর্বদা অবস্থান করছি । সংসদে শাসক দল যখন অধিবেশনে যান, বিরোধী দল নামেন রাজপথে । সরকারে দল বদলালেও এ নিয়মের বদল হয় না । একদল মুজিবকে পূজা করেন, মুজিব মুখোশকে নিরাপদ আর শক্তিশালী মনে করেন । । আবার অন্যদলটি মাজার কালচার করেন । জিয়ার মাজারে

যান, মুজিবকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন, তাঁর অবদানকে ক্রমাগত অস্বীকার করেন। অর্থাৎ রহস্যজনক কারনে দেশ ও জাতি প্রতিটি ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক অবস্থানে থাকে। ।আসলেদেশে খুব কম মানুষই পাওয়া যাবে যাঁরা অপঘাতে নিহত এই উভয় ব্যক্তির অবদান গুলি ভারসাম্যে বিশ্লেষন করেন। ফলে রাজায় রাজায় যুদ্ধের মাঝখানে সিংহভাগ খেটে খাওয়া জনতা নল খাগড়ার মত অসহায় পদদলিত, লাঞ্ছিত হতে থাকেন।

প্রায়শঃই দেখা যায়, দেশের তথাকথিত ”সুশীল সমাজ” আম জনতাকে ”অসুশীল” ভাবেন, তাঁরা অযথা বাকসর্বস্ব আত্মগরিমায় বুদ হয়ে থাকেন। তারা প্রকৃতপক্ষে, দেশ ও জাতির জন্যে কিছুই করতে পারেন না, এমনকি নির্বাচনে নিজ আসনেও অনেকে জিততে পারেন না। । অন্যদিকে, রাজনীতিকরা অসুশীল সমাজের একটি অংশ হয়ে পরষ্পরে কাদা, মাটি, জঞ্জাল যা পারেন পরস্পরের দিকে ছুঁড়ে মারতে থাকেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় আমাদের জাতীয় পতাকার আর দুই প্রধান দলীয় পতাকার থিমের এই সাংঘর্ষিক বৈপরিত্য আমরা যথাযথভাবে প্রমান করতে সর্বদাই আপ্রান ব্যপৃত।

(লেখক একজন কবি,লেখক, চিকিৎসক ও মুক্তিযোদ্ধা)
মেলবর্ন, ১৫ ফেব্রু য়ারী ২০১২
mushrafi@hotmail.com